আন্তর্জাতিক সংগঠন - ১

আঞ্চলিক জোট/সংগঠন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপিয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য ইউরোপিয় ৬টি দেশ (ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম) ১৯৫৭ সালে 'রোম চুক্তি' করে।
- চুক্তিটির নাম ছিলো- Treaty establishing the European Economic Community (TEEC).
- European Community(EC) বা European Economic Committee (EEC) প্রতিষ্ঠা হয়।

- এই চুক্তি TEEC অনুসারে ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে European Economic Community (EEC).
- EEC'র উদ্দেশ্য ছিলো মূলত তিনটি-
- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকলের জন্য অভিন্ন শুল্ক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- কৃষি, যাতায়াত, বাণিজ্যে অভিন্ন নীতি গ্রহণ করা এবং পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে অভিন্ন নীতি গ্রহণ করা।
- EEC এর সম্প্রসারণ ঘটানো।

ম্যাসস্ট্রিচট চুক্তি (Maastricht Treaty)

- ১৯৯২ সালে EEC ভুক্ত দেশগুলো ইউরোপের বাজারকে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বড় বাজারের পরিণত করা এবং অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিচট শহরে মিলিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন ইউরোপের ১২টি দেশ।

- এই চুক্তির মাধ্যমেই ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় European Union
- এই চুক্তির মধ্য দিয়ে EEC ইউরোপীয় ইউনিয়নে (EU) পরিণত হয়।

ম্যাসস্ট্রিচট চুক্তি

- চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১২ টি দেশ।
- বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, আইরিশ প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, জার্মানি, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন এবং গ্রীস।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের

সদস্য সংখ্যা – ২৭

- সর্বশেষ সদস্য – ক্রোয়েশিয়া
- ২০১৩ সালে সদস্য পদ লাভ করে।
- সর্বশেষ ত্যাগকারী – ব্রিটেন (৩১ জানুয়ারি, ২০২০)

অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া,

ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, আইরিশ প্রজাতন্ত্র, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া,

লুক্সেমবার্গ, মালটা, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন

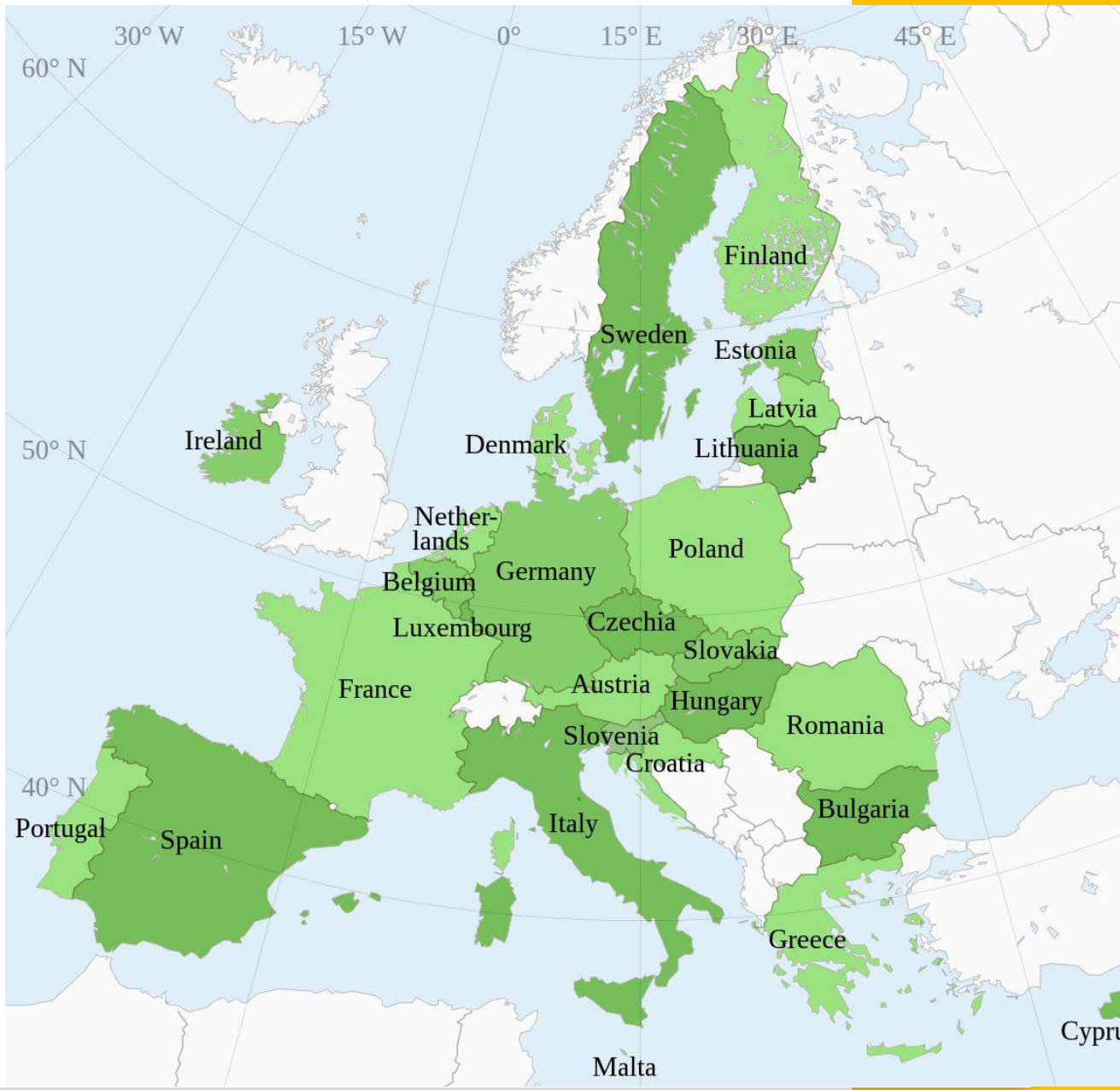

ইউরোপের গুরুত্বপুর্ণ দেশ যারা EU এর সদস্য নয়-

- রাশিয়া
- ব্রিটেন
- সুইজারল্যান্ড
- নরওয়ে
- আইসল্যান্ড
- ইউক্রেন
- তুরস্ক

EU সদর দপ্তর

ব্রাসেলস,

বেলজিয়াম

EU এর সর্বোচ্চ পরিষদ - European Council (EC)

- ইউরোপীয়ান কাউন্সিল সদস্য দেশসমূহের সরকার প্রধানদের নিয়ে গঠিত। এটি ইউনিয়নের শীর্ষ নিয়ন্ত্রক সংগঠন।
- এর মাধ্যমে ইউনিয়নের নীতিমালা ও নির্দেশিকা তৈরি করা হয়।

European Council
Council of the European Union

European Council এর বর্তমান

প্রেসিডেন্ট – এন্তনিও কস্তা

(António Costa)

Council of the European Union

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিষদ

- European Comission
- ২৭ জন কূটনীতিক নিয়ে গঠিত।
- ইউরোপীয় কমিশনের দায়িত্ব খসড়া আইন প্রস্তুত করে বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভায় পেশ করা।

ইউরোপিয়ান কমিশন প্রেসিডেন্ট - উরশুলা ভ্যান ডার লেন (Ursula von der Leyen)

ইউরপিয়ান পার্লামেন্ট

সচিবালয় - স্ট্রাসবার্গ, লুক্সেমবার্গ, ব্রাসেলস

ইউরপিয়ান পার্লামেন্ট

- EU এর আইন প্রণয়ন করে।
- সদস্য সংখ্যা - ৭২০

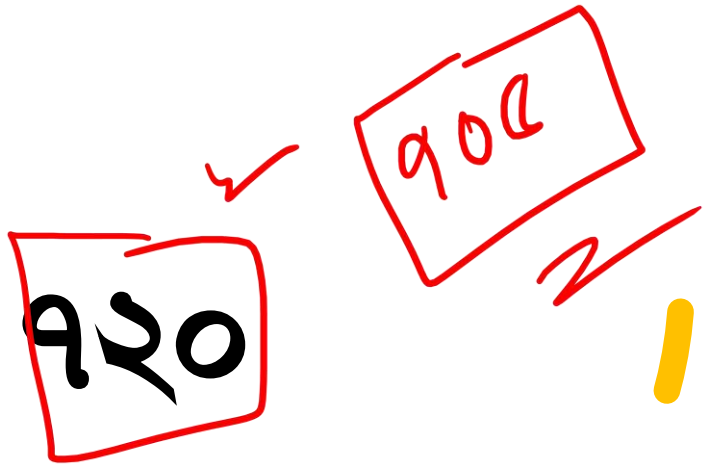

ইউরোপীয়ান কোর্ট অব জাস্টিস (Court of Justice of the European Union)

- ইউরোপীয়ান কোর্ট অব জাস্টিস আইন প্রয়োগের ব্যাপারে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। লুক্সেমবার্গে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।
- প্রেসিডেন্ট – কোয়েন লিনার্টস (Koen Lenaerts)

ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক

অবস্থিত - ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি

- Let’s Recap

মুদ্রা - ইউরো

- ২০ টি দেশ ব্যবহার করে।
- এদেরকে একত্রে ইউরোজোন বলে।

ইউরোজোন – ২০ টি দেশ যারা ইউরো মুদ্রা ব্যবহার করে।

- দেশগুলো হলো-
- বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রিস, স্লোভেনিয়া, সাইপ্রাস, মাল্টা, স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুনিয়া।

- EU ভুক্ত দেশ কিন্তু ইউরো ব্যবহার করেনা – ৭টি দেশ।
- দেশগুলো হলো- বুলগেরিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, রোমানিয়া, সুইডেন, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি
- সর্বশেষ ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী দেশ – ক্রোয়েশিয়া (১ জানুয়ারি, ২০২৩)

ইউরো মুদ্রা চালু হয়

১ জানুয়ারি, ১৯৯৯

২০০২

- ইউরো মুদ্রা চালু হয় - ১ জানুয়ারি,

  ১৯৯৯

- প্রথম ৩ বছর ইলেকট্রনিক মুদ্রা ছিলো।

ব্যাংক নোট চালু হয় – ১ জানুয়ারি, ২০০২

EU এর বর্ডার গার্ডস

FRONTEX

EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY

শেনজেন চুক্তি (Schengen Treaty)

উদ্দেশ্য – ভিসামুক্ত প্রবেশ।

স্বাক্ষরিত - ১৯৮৫

কার্যকর- ১৯৯৫

প্রথম স্বাক্ষর করে – ৫টি দেশ।

বর্তমান স্বাক্ষরকারী - ২৯

প্রথম স্বাক্ষরকারী - ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ

Schengen Member Only
EU Member Only
ICELAND
NORWAY
SWEDEN
FINLAND
LATVIA
IRELAND
GERMANY
POLAND
FRANCE
ITALY
SPAIN
HUNGARY
ROMANIA
MALTA
CYPRUS
© Schengen.News

- Austria, Belgium, Bulgaria, Czechia, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norway, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland.

- সর্বশেষ যুক্ত হওয়া দেশ - Bulgaria and Romania

29

① Bulgaria ② Romania

B – 28

R – 29

- ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে আছে কিন্তু শেনজেন চুক্তিতে নাই এমন দেশ ২টি – আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস
- ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে নাই কিন্তু শেনজেন চুক্তিতে আছে এমন দেশ ৪টি – লিচেনস্টাইন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড

- Let’s Recap

SAARC

SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION

সার্কের ইতিহাস

- ১৯৫০-৯০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হয় প্রায় ৬% হারে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় একই সময়ে বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ৪% হারে।
- এ প্রেক্ষাপটে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সার্কের ইতিহাস

- সার্ক গঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন ১৯৮০ সালের মে মাসে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
- প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে চিঠি লিখে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন।

- ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

- ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

- পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই সার্কের জন্ম হয়।

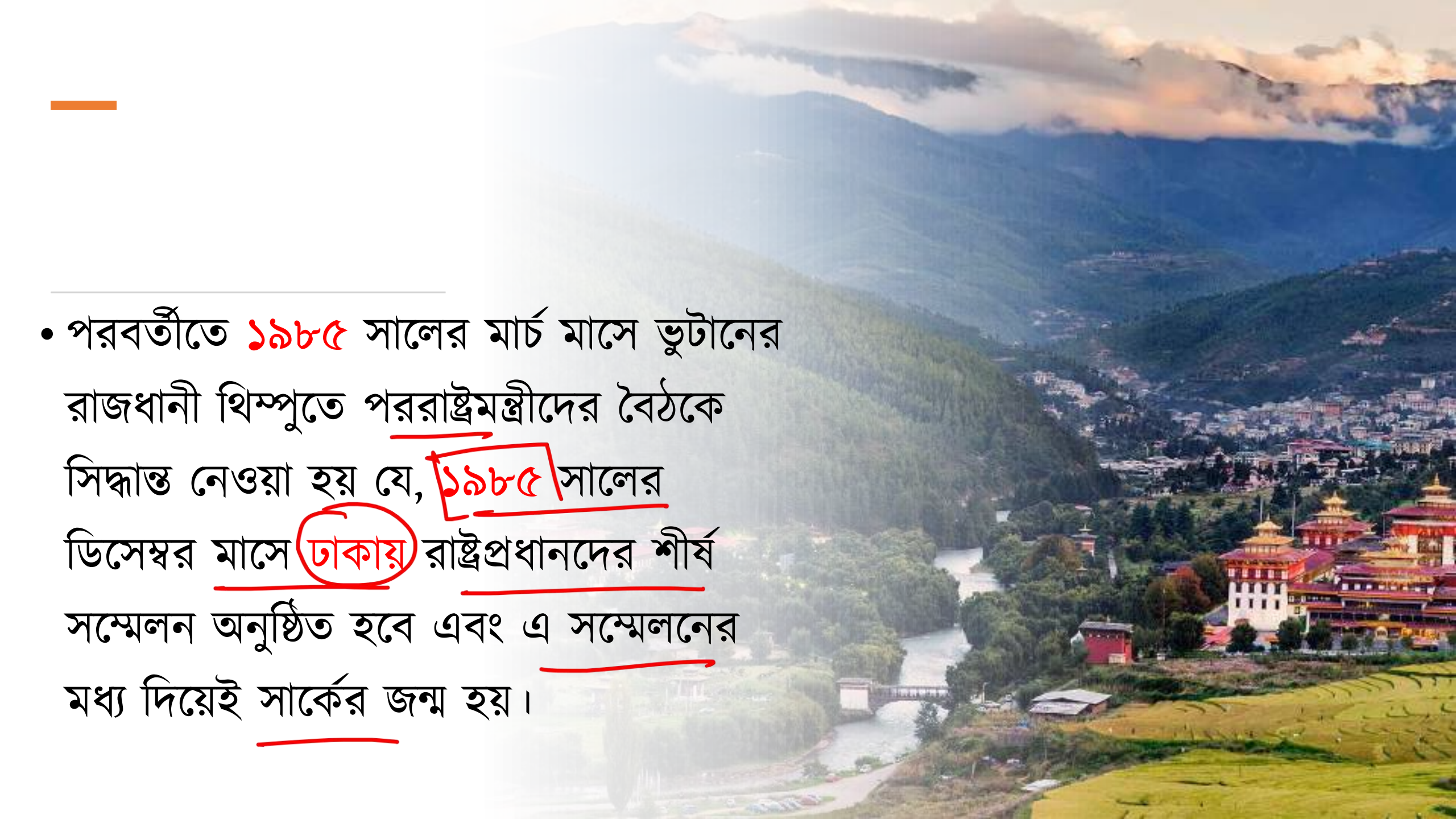

সার্ক সনদের আটটি উদ্দেশ্য

- ১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- ২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশের স্ব স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানের সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
- ৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা;
- ৪. পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা;
- ৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা বৃদ্ধি;
- ৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো;
- ৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা;
- ৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

- দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা
- উদ্যোক্তা: বাংলাদেশ
- প্রতিষ্ঠিত: ১৯৮৫
- সচিবালয়: কাঠমুন্ডু, নেপাল

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য – ৭টি

- বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা

সার্কের সর্বশেষ সদস্য –

আফগানিস্তান

২০০৭ সালে ~~১৪তম~~ শীর্ষ সার্ক সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্কের সদস্য করা হয়।

সার্কের সদস্য – ৮টি

- বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

- সার্কভুক্ত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র ৩টি।
- আফগানিস্তান, নেপাল ও ভুটান।

পর্যবেক্ষক

৯ টি

চীন, জাপান, মিয়ানমার, দক্ষিন কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, ইইউ

প্রথম মহাসচিব- আবুল আহসান

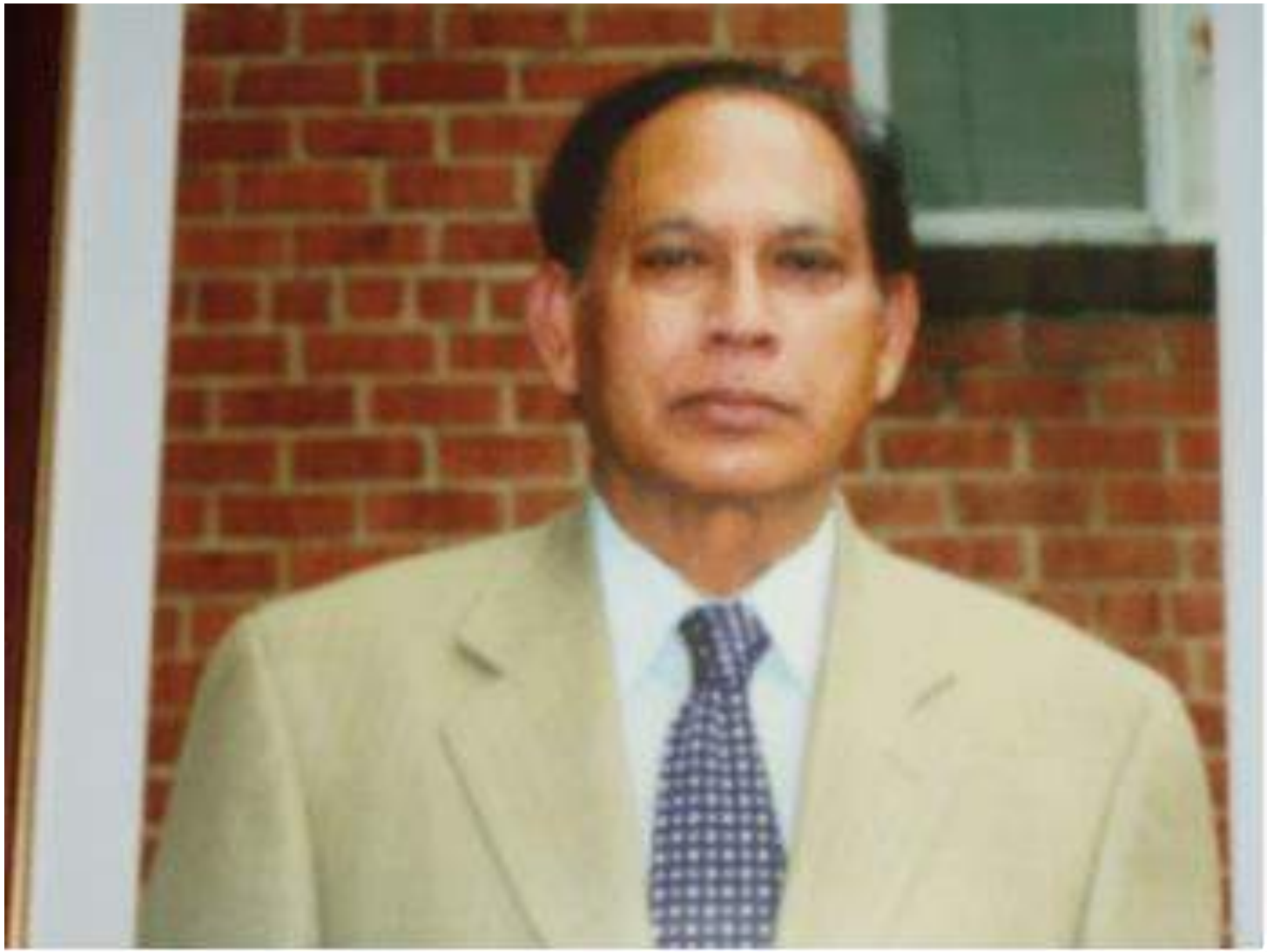

বর্তমান মহাসচিব (১৫তম)

- গোলাম সারওয়ার, বাংলাদেশ (তৃতীয় বাংলাদেশি)

সার্কের চেয়ারম্যানশিপ

- প্রথম চেয়ারম্যান – বাংলাদেশ
- বর্তমান চেয়ারম্যান – নেপাল

সার্কের ভাষা ১০টি

- দোজংখা, সিংহলি, তামিল, নেপালি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, পশতু, উর্দু, দিভেহি ও বাংলা
- অফিসিয়াল ভাষা - ইংরেজি

- এ সংস্থার যে কোন সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে। (১০০ ভাগ হ্যাঁ ভোট লাগবে)।

সহযোগিতার ক্ষেত্র

- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পর্যটন,
- কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন,
- পরিবেশ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং জৈবপ্রযুক্তি
- অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং অর্থায়ন
- সামাজিক সম্পর্ক
- তথ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচন
- শক্তি, যোগাযোগ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি
- শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং সংস্কৃতি

সার্কের ৫ টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম

কেন্দ্র	অবস্থান
কৃষি	ঢাকা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	গুজরাট
যক্ষা ও এইডস	কাঠমান্ডু
শক্তি	ইসলামাবাদ
সাংস্কৃতিক	কলম্বো

SAARC University

- South Asian University (SAU)
- নয়াদিল্লি, ভারত

SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)

- স্বাক্ষরিত হয় – ১৯৯৩
- কার্যকর হয় - ~~১৯৯৫~~
- উদ্দেশ্য - অগ্রাধিকারমূলক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য শুল্ক রহিত বা হ্রাস করা, দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর জোর দেওয়া ইত্যাদি।

South Asian Free Trade Area (SAFTA)

স্বাক্ষরিত হয় - ২০০৪

কার্যকর হয় - ~~২০০৬~~

South Asian Free Trade Area (SAFTA)

- সাফটা চুক্তির দ্বারা ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ এ অঞ্চলে পণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শূণ্য শতাংশ হারে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে আনার লক্ষ্যে শর্ত আরোপ করা হয়।
- এই লক্ষ্যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকাকে ২০০৯ সালের মধ্যে ২০% এবং ২০১২ সালের মধ্যে শূণ্য শতাংশে শুল্ক কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। সাফটা স্বল্পোন্নত (এলডিসি) রাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপ এবং নেপালের মতো রাষ্টের জন্য বিশেষ ছাড়ের অনুমোদন দেয় (সে সময়ে আফগানিস্তান সার্কের অন্তর্ভূক্ত ছিল না)।
- স্বল্পোন্নত এই রাষ্ট্রগুলো তাদের শুল্ক শূণ্য শতাংশে নামিয়ে আনতে চার বছর অতিরিক্ত সময় পায়।

সার্কের সর্বশেষ সম্মেলন – কাঠমান্ডু, ২০১৪

বাংলাদেশে সম্মেলন হয়

৩ বার

২০১৬ সালে ১৯তম সম্মেলন হওয়ার কথা ছিলো পাকিস্তানে।

- Let’s Recap

বিমসটেক অঞ্চলের জনসংখ্যা – ১.৭ বিলিয়ন

জিডিপি – ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশ
ঢাকা
কলকাতা
ভারত
মিয়ানমার
বিশাখাপত্তনম
ইয়াংগুন
বঙ্গোপসাগর
থাইল্যান্ড
চেন্নাই
আন্দামান
সাগর
ত্রিঙ্কোমালি
ফুকেত
বান্দা আচেহ
শ্রীলঙ্কা
মালয়েশিয়া

- থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা মিলে 'ব্যাংকক ডিক্লারেশন' স্বাক্ষর করে।
- এই ডিক্লারেশনের মাধ্যমেই নতুন একটি আঞ্চলিক সংস্থা যাত্রা শুরু করে যার নাম ছিল-

Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation (BIST-EC)

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

(BIMSTEC)

- ১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর থাইলান্ডে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মিয়ানমার যোগ দিলে সংস্থার নাম হয়- BIMST-EC.
- Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand and Myanmar Economic Cooperation

- ১৯৯৮ সালে নেপাল BIMSTEC এর observer হয়।

- ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেপাল ও ভুটান সদস্য হিসেবে যোগ দেয়।

নাম পরিবর্তন

- ২০০৪ সালের ৩১ জুলাই Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand and Myanmar Economic Cooperation এই নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয়-

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation

BIMST-EC

সদস্য-৭

- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৪টি
- বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড

SAARC ভুক্ত ৮টি দেশের ৫টি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২টি দেশ নিয়ে BIMSTEC গঠিত।

- SAARC ভুক্ত ৫টি দেশ – বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, ভারত, শ্রীলংকা
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২টি দেশ – থাইল্যান্ড, মায়ানমার

সর্বশেষ সদস্য কোনটি?

- ভুটান
- নেপাল

- BHUTAN — 6th
- NEPAL — 7th